বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে

যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে প্রণীত

যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০১৬

(সংশোধিত ও ০৩.০৬.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৯ম সভায় অনুমোদিত)

বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

১। নীতিমালার উদ্দেশ্য, শিরোনাম

বাংলাদেশের একটি দায়িত্বশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী[১] এবং কর্মরত শিক্ষক[২], কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সুষ্ঠ পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে বদ্ধপরিকর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশে অবস্থানরত সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে। বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব পরিসরে এই অঙ্গীকার পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন রোধে যথপোযুক্ত এবং কার্যকর আইন, বিধিমালা, প্রবিধান বা আদেশ না থাকায় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এ নীতিমালাটি গ্রহণ করেছে।

১.১ এই নীতিমালা "বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০১৬' নামে অভিহিত হবে।
১.২ বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ দমনের লক্ষ্যে প্রণীত 'বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০১৬' প্রযোজ্য হবে।

১.৩ এই নীতিমালা বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। নীতিমালার লক্ষ্য ও আওতা

২.১ সকল প্রকার যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন দমনের লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো-

ক) যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন যে একটি দন্ডনীয় গুরুতর অপরাধ সেটা নির্দিষ্ট করা;

খ) যে বা যারা ক্ষতিগ্রস্থ, তার বা তাদেরসহ সকলের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ এবং বিচারের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করা;

গ) প্রথম থেকেই যাতে সকলেই এই অপরাধের পরিণাম এবং অপরাধ করলে কী দায় বহন করতে হবে সে সম্পর্কে অবগত করা;

ঘ) আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্থ ও ভুক্তভোগীদের জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করা এবং

ঙ) বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

২.২ এই নীতিমালার বিশেষ লক্ষ্য থাকবে-

ক) অভিযোগ প্রদানের নিরাপদ ও সহজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

খ) অপরাধী/অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;

গ) অভিযোগকারী ও সাক্ষীসহ সকলের নিরাপত্তা বিধানের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

ঘ) বিচারের ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ও ত্বরান্বিত করা;

ঙ) বিচারপ্রার্থী/প্রার্থীদের বা তার/তাদের পরিবারের সদস্যদের হয়রানি, হেয় ও নিগৃহীত করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করা এবং

চ) উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ সম্পর্কে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

---

[১] শিক্ষার্থীঃ ছাত্র ও ছাত্রী

[২] শিক্ষকঃ শিক্ষক ও শিক্ষিকা

২.৩ নীতিমালার আওতা

বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এর সীমানার[৩] মধ্যে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মরত ব্যক্তি, ভর্তিচ্ছুক এবং অভ্যাগত যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে-

ক) বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন পেশার মানুষ;

খ) বিভিন্ন কারণে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকারী সকল মানুষ;

গ) বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থী বা তাদের সঙ্গীরা;

ঘ) বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উদ্দেশ্যে আগত নারী-পুরুষ (বিশেষত: অবস্থানের সময়কালে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়) এবং

ঙ) বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন দপ্তরে চাকুরি এবং কর্মের সন্ধানে আগত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ।

২.৪ এ ছাড়া বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার বাইরে সংঘটিত যৌন হয়রানিমূলক কাজের কোন অভিযোগ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ আনয়ন করে তাও এই নীতিমালার আওতায় পড়বে। তবে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়েই অভ্যাগত হলে এই নীতিমালা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে বিষয়টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হবে।

৩। সংজ্ঞা

৩.১ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বলতে বোঝায়-

ক) শ্রেণী কক্ষের ভেতরে বা বাইরে অবাঞ্ছিত মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা;

খ) যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ বা অশোভন অঙ্গভঙ্গী, কটূক্তি, টিটকারি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, চলাফেরার সময় পিছু নেওয়া, ইত্যকার আচরণের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা;

গ) চিঠিপত্র, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ই-মেইল,এসএমএস, পোস্টার, দেয়াল লিখন, বেঞ্চ/চেয়ার টেবিল/নোটিশবোর্ড /ওয়াশ রুমের দেয়ালে লিখন, নোটিশ, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে হেয় করা ও উত্যক্ত করার চেষ্টা বা উত্যক্ত করা;

ঘ) যৌন উস্কানিমূলক, বিদ্বেষমূলক বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুৎসা রটনা করা এবং/অথবা তদুদ্দেশ্যে পর্ণোগ্রাফি ছায়াছবি, স্থিরচিত্র, ডিজিটাল ইমেজ, চিত্র, কার্টুন, প্রচারপত্র, উড়োচিঠি, মন্তব্য বা পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শন বা প্রচার এবং স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ, অডিও রেকর্ডিং, প্রেরণ, প্রদর্শন ও প্রচার অথবা ইউটিউব, ফেসবুক বা টুইটারের মত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এসব কাজে ব্যবহার করা;

ঙ) লিঙ্গীয় ধারণা থেকে কিংবা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতা বা শিক্ষা বহির্ভূত ব্যক্তিগত কাজে বাধা প্রদান;

চ) শ্রেণী কক্ষের ভেতরে বা বাইরে শিক্ষক/শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক/শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করে অপ্রাসঙ্গিক যৌন বিষয় উত্থাপন করে হয়রানিমূলক আচরণ করা;

ছ) যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে কুৎসা রটনা ও চরিত্র হননের চেষ্টা;

জ) নবীন শিক্ষার্থীদের সিনিয়র শিক্ষার্থী কর্তৃক 'র‍্যাগিং' এর নামে বিভিন্ন মাত্রায় যৌন হয়রানি;

ঝ) বলপূর্বক প্রেমের সম্মতি আদায়ের জন্য উত্ত্যক্ত করা বা প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে চাপ সৃষ্টি ও হুমকি প্রদান করা:

ঞ) যৌন আক্রমণের হুমকি বা ভয় দেখিয়ে কোন কিছু করতে বাধ্য করা বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন যাপন, শিক্ষা বা কর্মজীবন ব্যহত করা;

[৩] সীমানা: বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মালিকানাধীন সকল ভবনের (স্থায়ী/অস্থায়ী ক্যাম্পাসসহ) সীমানা সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত।

ট) যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে শরীরের যে কোন অঙ্গ যে কোনভাবে স্পর্শ করা বা আঘাত করা;

ঠ) ভয়, মিথ্যা আশ্বাস বা প্রতারণা বা প্রলোভন দেখিয়ে বা নিজের পেশাগত বা প্রশাসনিক ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কিংবা স্থাপন;

ড) ধর্ষণের চেষ্টা এবং

ঢ) ধর্ষণ।

৩.২ ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গভেদের কারণে/সুযোগে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন কাজ কিংবা ব্যবহার বা আচরণ যা যৌন কামনা ও আকাঙ্খা হতে উদ্ভূত তা এই নীতিমালার আওতায় আসবে।

৪। যৌন হয়রানি দমনে পদক্ষেপসমূহ

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে। তবে অভিযোগের মাত্রা ভেদে এই পদক্ষেপগুলোর বাইরেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক) একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, নারী-পুরুষ লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য হতে মুক্ত থাকতে পারে;

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির সময় সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে যৌন হয়রানি নীতিমালাসহ আচরণবিধির অনুলিপি প্রদান করা এবং নীতিমালা পড়েছেন এই মর্মে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর গ্রহণ করা;

গ) সকল শিক্ষার্থীকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের সময়ই যৌন হয়রানি নীতিমালাসহ আচরণবিধির অনুলিপি প্রদান করা;

ঘ) বর্তমান শিক্ষার্থীদের মাঝেও আচরন বিধি ও যৌন হয়রানি নীতিমলার অনুলিপি বিতরন করা। ছাত্রছাত্রীরা হাজিরা শীটে স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে নীতিমালা সংগ্রহ করবে এবং নিজ উদ্যোগে নীতিমালাটি পাঠ করবে;

ঙ) নতুন শিক্ষার্থীদের অভিষেক অনুষ্ঠানে যৌন হযরানি বিষয়ে সচেতনতা ও যৌন হয়রানির ব্যাপারে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা বিষয়ক একটি উপস্থাপনার আয়োজন করা;

চ) যৌন হয়রানি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার, আলোচনা ও সভার আয়োজন করা। এই সকল অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামুলক করা। এ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যৌন নিপীড়নের অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া ও অভিযোগকারীর করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, যৌন হয়রানি একটি হাতিয়ার যা দিয়ে সাধারণতঃ পুরুষ বা নারীর দেহ ও মন এমনকি একে অন্যের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালায়;

ছ) আচরণবিধির অনুলিপি নোটিশ বোর্ড সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হবে;

জ) যৌন হয়রানি রোধকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'অভিযোগ কমিটি' গঠন করা হবে;

ঝ) এই নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তি নির্দ্বিধায় 'অভিযোগ কমিটি'র নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। এই প্রক্রিয়ায় নির্যাতিত ব্যক্তি স্বশরীরে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে লিখিতভাবে অভিযোগ পেশ করতে পারবে। অভিযোগকারী/কারীনি ব্যক্তি তার অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে 'অভিযোগ কমিটির যে কোন একজন সদস্যকে বেছে নিতে পারে;

ঞ) দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং এ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে;

৫। যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ বিষয়ে অভিযোগ কমিটির গঠন ও কার্যপ্রণালী

বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ গ্রহণ, আনুষঙ্গিক তদন্ত ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ কমিটি[৪] গঠন করবে।

৫.১ অভিযোগ প্রদান বিষয়ক সাধারণ জ্ঞাতব্য

ক) অভিযোগ কমিটি কর্তৃক অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের নাম পরিচয়ের গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত/ অভিযুক্তকারীদের নাম পরিচয়েরও গোপনীয়তার নিশ্চয়তা থাকবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, উভয়পক্ষের নিজ নিজ পরিচয় প্রকাশের অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে;

খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব প্রক্টরিয়াল বডি বা সমপ্রকারের শৃঙ্খলা-ব্যবস্থাধীনে অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবে;

গ) ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নিজে শারীরিকভাবে উপস্থিত না হতে পারলে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বা আইনজীবীর মাধ্যমে স্বাক্ষরকৃত অভিযোগ দাখিল করতে পারবে;

ঘ) নিরাপত্তার সমস্যা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ প্রেরণ করা যাবে;

ঙ) অভিযোগকারী নারী হলে অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটির যেকোন নারী সদস্যের কাছে আলাদাভাবে অভিযোগ জমা দিতে পারবেন।

৫.২ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সংক্রান্ত অভিযোগ কমিটি গঠন

ক) অভিযোগ কমিটি তিন বছর মেয়াদি হবে। তবে যুক্তিসঙ্গত কারণে, যথা- কোন সদস্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ, বিদেশগমন, অসুস্থতা বা অন্য যেকোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই উক্ত কমিটি পুনর্বিন্যাস করতে পারবে।

খ) অভিযোগ কমিটি হবে সাত সদস্যবিশিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গ পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হবেন; কমিটি গঠনের পর সদস্যদের নাম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

গ) সাতজন সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম চারজন নারী সদস্য থাকবে।

ঘ) অভিযোগ কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ

১. বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন তিনজন শিক্ষক। তন্মধ্যে দুইজন নারী সদস্য;

২. বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত নয় এবং যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ক আইন সহায়তা প্রদানে অভিজ্ঞ একজন আইনজীবী;

৩. প্রতিষ্ঠিত ও দীর্ঘ সময় ধরে যৌন হযরানি ও নিপীড়ন নিরোধ সম্পর্কিত কাজে অভিজ্ঞ কোন নারী অধিকার/মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি;

৪. বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট মনোনীত একজন সিন্ডিকেট সদস্য।

৫. অভিযোগ কমিটির কোন সদস্যপদ শুন্য হলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে শুন্য পদের বিপরীতে সদস্য মনোনয়ন দিবেন এবং পরবর্তীতে সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি রিপোর্ট করবেন।

বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন সদস্যের মধ্য থেকে কর্তৃপক্ষ একজন নারী সদস্যকে সভাপতি ও অন্য একজনকে (নারী/পুরুষ) সদস্য-সচিব হিসেবে মনোনয়ন দিবেন। সদস্য-সচিব অভিযোগ কমিটির দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করবেন।

[৪] অভিযোগ কমিটি: এতদপরবর্তীতে এই নীতিমালায় অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি বলতে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি বুঝাবে।

ঙ) বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় অভিযোগ কমিটির কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সেবার আওতায় সাইকোথেরাপির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলর সেবাদান করবেন। যারা বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির শিকার হবেন তারা এই কেন্দ্রে যোগাযোগ করে সাইকোথেরাপির সাহায্য গ্রহণ করবেন। এই কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ নিজস্ব রেকর্ড রাখবেন। তবে তিনি-এর ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে অভিযোগ কমিটির সদস্যগণ মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৫.৩ যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বিষয়ে অভিযোগ কমিটির কার্যপ্রণালী

ক) অভিযোগ কমিটির সদস্যদের সর্বসম্মতিতে, অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অভিযোগ কমিটির সভা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভাপতি কিংবা সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যদের সম্মতিক্রমে কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির পরামর্শক্রমে সদস্য সচিব সভার সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক সভা আহ্বান করবেন। সদস্য সচিব অভিযোগ কমিটির সকল নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন ।

খ) সাধারণভাবে ঘটনার ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ কমিটির নিকট অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগ কমিটি অভিযোগ যাচাইয়ে-

১. বিষয়টি সমাধান করার মত হলে সাধারণভাবে ৩.১ (ক) - (ড) শ্রেণীর অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত প্রতিবেদন দিবে এবং এবং (ঢ) শ্রেণীর অভিযোগ এর ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে সরাসরি পুলিশের কাছে সোপর্দ করতে হবে;

২. অভিযোগের গুরুত্ব বিচেনায় যদি উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিস্পত্তিযোগ্য না হয় তবে সর্বোচ্চ সাত কার্যদিবসের মধ্যে তা (ক) সাধারণ হয়রানি ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির নিকট ন্যস্ত করবে এং (খ) যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ কমিটি অনুষঙ্গিক তদন্ত ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অভিযোগ কমিটি তদন্ত করার জন্য পক্ষগণকে এবং সাক্ষীগণকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নোটিশ প্রদান, প্রয়োজনীয় শুনানি, তথ্য-সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের দলিলপত্র পর্যালোচনা করার অধিকারী হবে। যেহেতু এ জাতীয় অভিযোগে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ কম থাকে, তাই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদির উপর জোর দিতে হবে। অভিযোগ কমিটির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিস চাহিবামাত্র সকল সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। অভিযোগ কমিটি অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের পরিচয় গোপন রাখবে। সাক্ষ্য গ্রহণকালে অভিযোগকারী/ অভিযোগকারীদেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন প্রকার হেয়, নিগ্রহ, হয়রানিমূলক প্রশ্ন এবং আচরণ করা যাবে না। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদানে কেউ সমস্যাবোধ করলে পরিচয় গোপন রেখে বা পরোক্ষভাবে যাতে তথ্য সরবরাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অভিযোগ করার পর যদি অভিযোগকারী অভিযোগ প্রত্যাহার বা অভিযোগের তদন্ত বন্ধের আবেদন করেন তবে এর কারণ অনুসন্ধানপূর্বক রিপোর্ট উল্লেখ করতে হবে।

অভিযোগ কমিটি সর্বোচ্চ ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করে কমিটির রিপোর্ট এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তির নির্দিষ্ট সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে; তবে বিশেষ যৌক্তিক কারণে তদন্তের সময়কাল সর্বোচ্চ ষাট কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে।

৬। শাস্তি

অভিযোগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ঘাট কার্যদিবসের মধ্যে সকল পর্যায় শেষ করবে এবং অপরাধীর শাস্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। অভিযোগ কমিটি কর্তৃক কোন অভিযোগের তদন্তপূর্বক নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে সকল দায়িত্ব থেকে এবং শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে হবে।

৬.১ অপরাধী যদি শিক্ষার্থী হন তবে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক) মৌখিক সতর্কীকরণ এবং অভিভাবকবৃন্দকে অবহিত ও সচেতন করা;

খ) লিখিত সতর্কীকরণ এবং অভিভাবকবৃন্দকে অবহিত ও সচেতন করা;

গ) লিখিত সতর্কীকরণ ও তা বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার;

ঘ) এক বা একাধিক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার ও প্রচার;

ঙ) স্থায়ী বহিস্কার ও প্রচার;

চ) রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.২ অপরাধী যদি কর্মকর্তা বা কর্মচারী হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক) মৌখিক সতর্কীকরণ;

খ) লিখিত সতর্কীকরণ;

গ) লিখিত সতর্কীকরণ ও তা বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার;

ঘ) অভিযুক্ত/অভিযুক্তকারীদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা,পদাবনতি ও অভিযোগকারী/ অভিযোগকারীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;

ঙ) নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি;

চ) রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.৩ অপরাধী যদি শিক্ষক হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক) মৌখিক সতর্কীকরণ;

খ) লিখিত সতর্কীকরণ;

গ) লিখিত সতর্কীকরণ ও তা বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার;

ঘ) নির্দিষ্ট কোর্সসমূহে পাঠদান, পরীক্ষার কাজ, গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি;

ঙ) অভিযুক্ত/অভিযুক্তকারীদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ আর্থিক সুবিধা খর্ব করা, পদাবনতি ও অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান;

চ) নৈতিক অসচ্চরিত্রতার দায়ে বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুতি;

ছ) রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.৪ অপরাধী যদি ক্যাম্পাসে আগত কোন ব্যক্তি হন তাহলে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে নিম্নোক্ত যে কোন শাস্তি দেয়া যাবে-

ক) মৌখিক সতর্কীকরণ;

খ) লিখিত সতর্কীকরণ;

গ) লিখিত সতর্কীকরণ ও তা বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র প্রচার;

ঘ) ক্যাম্পাসে আগমন, চলাচল নিষিদ্ধ করা:

ঙ) সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর।

৬.৫ মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি

যদি প্রমাণিত হয় যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তাহলে অপরাধের ধরণ বুঝে অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের প্রাপ্ত শাস্তি সুপারিশ করে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট জমা দিবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

৭। প্রবিধি প্রণয়ন

'বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা, ২০১৬' এর যথোপযুক্ত কার্যকর বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মূল নীতিমালার সাথে সামজস্যপূর্ণ প্রবিধি প্রণয়ন করতে পারবে। মূল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনে এ নীতিমালার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে।